৬/৮/২০০৭

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ৬

দৈনিক জনকণ্ঠ

ছাত্র রাজনীতি এখন অছাত্র নেতাদের হাতে জিম্মি

মামুন-অর-রশীদ ॥ ছাত্র রাজনীতি এখন অছাত্র নেতাদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। 'আদু ভাই' হিসাবে পরিচিত বয়স্ক এসব ছাত্রনেতা সংগঠনের শীর্ষপদের দায়িত্ব গ্রহণের পর ছাত্রদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য নিয়ে রাজনীতি করার পরিবর্তে ব্যস্ত হয়ে পড়েন কামাই-বাণিজ্য করে নিজেদের আখের গোছানোর তালে। ছাত্র রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্ব অছাত্র, বিবাহিত ও টেন্ডারবাজদের বৃত্তে বন্দী হয়ে পড়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল আহূত লাগাতার ধর্মঘটের কারণে গত এক সপ্তাহ ক্যাম্পাস অচল থাকাতে ছাত্র রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নানামুখী প্রশ্ন উঠেছে। ক্যাম্পাসের অচলাবস্থা নিরসনে অছাত্রদের সঙ্গে বৈঠক নৈতিকভাবে

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

ছাত্র রাজনীতি এখন

(১২-এর পাতার পর) সমর্থন করা যায় কিনা এই প্রশ্নের জবাবে খোদ উপাচার্য বলেছেন, নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় না তবে অছাত্র নেতৃত্ব দূর করতে রাজনৈতিক দলগুলোকে অবস্থান নিতে হবে।

এ দেশের ছাত্র রাজনীতির গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আজ ম্লান হতে চলছে। আজকের ছাত্র রাজনীতি সময়ের দাবি ও চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতি জনকল্যাণমুখী এবং স্বনির্ভরতা অর্জনের আদর্শ ও লক্ষ্য নিয়ে পরিচালিত হবে সেটি সকলেরই কাম্য ছিল। কিন্তু ছাত্র রাজনীতিতে এখন ফাও খাওয়া, অপহরণ, লেখাপড়ার প্রতি বিমুখতা, সৃষ্টিশীল আড্ডাহীনতা বিরাজ করছে। বিরাজ করছে সস্তা হিরোইজম। গোটা ছাত্র রাজনীতি এখন তারুণ্যের নষ্ট বাতাসে চঞ্চল হয়ে পড়েছে। আদর্শিক ও ভাবনার জায়গা থেকে ছাত্র রাজনীতিতে আজ নেতাকর্মী রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে না। সাময়িক সুবিধা ও নগদ অর্থে কর্মী কেনাবেচা হচ্ছে। এই বাড়তি অর্থ ছাত্র সংগঠনের কর্মীদের নেশার জগতে প্রবেশের সুযোগ করে দিচ্ছে। অছাত্র, বিবাহিত ও বয়স্ক ছাত্রনেতাদের ভিড়ে গতিশীল ছাত্রনেতৃত্ব তৈরি ও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দল নিরপেক্ষতার দাবিদার গোলাপী দলের শিক্ষকগোষ্ঠীর নেতা অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে বলেছেন, রাজনৈতিক ভাবাবেগে তাড়িত কিংবা কোন নেতানেত্রীর নির্দেশে বিশেষ কোন এ্যাসাইনমেন্ট বাস্তবায়নের ক্ষেত্র হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে প্রকৃতপক্ষে কোন ছাত্রনেতা বা ছাত্র সংগঠন বেছে নিতে পারে না। ছাত্র রাজনীতির বর্তমান দেউলিয়াত্ব ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সর্বত্র ব্যাপকভাবে আলোচিত, সমালোচিত ও নিন্দিত হচ্ছে। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী এসএসসি পাস করার ১৮ বছর পরও এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ'র ছাত্র। এছাড়া ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির অর্ধডজন সহ-সভাপতি রয়েছেন, টেন্ডারবাজি যাঁদের পেশা। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সভাপতি নাসির উদ্দিন আহমেদ পিন্টু দু'সন্তানের জনক। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের সময় প্রতিপক্ষ গ্রুপ তাঁর বিরুদ্ধে এইট পাসের অভিযোগ আনলেও তিনি নিজেকে এমকম পাস দাবি করেন। ছাত্রদলের প্রায় এক ডজন নেতা আছেন বয়সের ভারে যাঁদের চুল পেকে গেলে প্রতিদিন তরুণ হওয়ার চেষ্টা করছেন। এদের অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে আট/দশ বছর আগেই বিয়ে করে সংসারী হয়েছেন। তবুও ছাত্র সংগঠনের পদ ধারণ করে তাঁরা এখন ছাত্রনেতা। জাসদ ছাত্রলীগ সভাপতি করিম শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হকের বয়স নিয়ে ক্যাম্পাসে রীতিমতো নানামুখী গল্প চলছে। ছাত্র রাজনীতিতে সবচেয়ে বেশি বয়স্ক নেতা হচ্ছেন ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি নূরুল ইসলাম। তিনি ১৯৮০ সালের আগে এসএসসি পাস করেছেন বলে কথিত আছে। একই সংগঠনের পর পর তিনবার তিনি সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন, জনকণ্ঠের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যোগ্য নেতৃত্ব পেলে তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দেবেন। কোন কৃত্রিম কারণে নয়, বয়সের ভারেই নাকি তাঁর চুল পেকে ঝরে যাচ্ছে বলে ক্যাম্পাসে বিভিন্ন মহল বলাবলি করছে। বয়স্ক এই ছাত্রনেতাদের সঙ্গে কথা বলতে অনীহার কারণে মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিষদ অকার্যকর হয়ে পড়েছে। খুব শীঘ্রই ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে আসবে কিনা এ বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা জরুরী সিদ্ধান্ত আশা করছে।